ভূমিকা

আবদুর রউফ চৌধুরীর *স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা* শীর্ষক গ্রন্থটি তিন পর্বে বিভক্ত বাংলাদেশ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। লেখক বইটিকে প্রধান তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। এই তিনটি পর্ব হলো যথাক্রমে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন (১৯৪৭-৫৪), স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৫-৭০) ও স্বাধীনতার আন্দোলন (১৯৭১)। লেখক এই প্রধান তিনটি পর্বকে আবার কতগুলি উপবিভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, পাকি দখলদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ইতিহাসও এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাঁরা বাংলাদেশ আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ এবং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়কে অনুপুঙ্খভাবে জানতে চান তাদের জন্য বইটি খুবই উপযোগী বিবেচিত হবে।

লেখক ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত *পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে* একটি 'অস্বাভাবিক রাষ্ট্র' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এর স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে তিনি বলেছেন : 'ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সংস্কৃতির দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ– পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান-সীমান্ত প্রদেশের জাতিসত্তা, গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য, জীবনপ্রণালী, ধ্যানধারণা, আচারাচরণ, ভাষা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্বতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও চৌদ্দআনাই এক, অন্যদিকে বাংলার সঙ্গে পনের-আনাই ভিন্ন, এক আনা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের সূত্রে বাঁধা...। পাকিস্তানের আপন বিশেষত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে জনগণকে একসূত্রে বাঁধার জন্যে যে জাতীয় গাথা ও প্রতীকের একান্ত প্রয়োজন তা দুই অঞ্চলে মিলিতভাবে ছিল না...": (প্রাককথন পৃ. ৩-৪)। লেখকের এ উক্তিসমূহ যথার্থ। এবং ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'একআনা' ঐক্য নির্ভর অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তান যে টিকতে পারে না সেকথা আবদুর রউফ চৌধুরী পাকিস্তানের দুই অংশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য, লোকজ শিল্পকলা-আচার-অনুষ্ঠান উৎসব, নিসর্গ ও ভূপ্রকৃতি এবং নদীনালা খাল-বিলের আলাদা বৈশিষ্ট্য ও বৈপরীত্যজনিত প্রভাবে দুই অংশের মানুষের মানসনির্মিতিতে (Mindset) শত সহস্র বছর ধরে যে স্বাতন্ত্র সৃষ্টি করেছে তার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাছাড়া বাঙালিরা মধ্যযুগের সূচনা-পর্ব থেকেই গণতন্ত্র চর্চার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে অষ্টম শতকে গোপাল নামের এক সজ্জন সাধারণ মানুষকে রাজা নির্বাচন করে। সেই ধারায় শত শত বছরে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার ভেতর থেকেও ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে গণতান্ত্রিক চেতনার পাটাতন। আর গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তি তৈরি হলে পরমত সহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বিকাশ এবং মানবিক চৈতন্যের বিকাশও অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে সেটাই ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে। সেজন্যেই বাংলার কবি মধযুগেই বলতে পেয়েছেন :

'কলিযুগে বিষম ধর্মের মায়াবাজি।
কেহবা ফকির হল্য কেহ মর্দ গাজী।
কেহ কর্ণদাতা কেহ ভিক্ষা মাগি খায়।
এসব ধর্মের লীলা বলা নাঞি যায়।
– কবি রূপরাম : ধর্মমঙ্গল।

এভাবেই কয়েকশ বছরে বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবিতার ধারা এবং মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্ত ন-প্রক্রিয়া। বর্তমান পাকিস্তানের লোককবি ও সুফি সাধকেরা যে মানবতার পক্ষে কাজ করেননি এমন নয়, তবে ওই অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থায় ও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো এতটাই শক্তিশালী ও অনড় ছিল যে সেখানে শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকতা ও উদারতাবাদের (Liberalism) কোনো পরিসর তৈরি হতে পারেনি। সামন্তবাদ ভেঙ্গে তার ভেতর থেকে তৈরি হয়নি সামাজিক সচলতার প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সমাজ ও তাদের অগ্রবাহিনী (Vanguard) বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করেন সামন্ত প্রভূ, ভূস্বামী ও সিভিলী-মিলিটারী বুরোক্রাসির একটি প্রবল আধিপত্যবাদী ও প্রভুক্তকামী চক্র। এদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানীদের রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গ দাবীদাওয়ায় কোনো মূল্য ছিল না। ফলে পূর্ব-বাংলার জনগণ চরমভাবে শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। রাষ্ট্র

পরিচালনার এই অসমধারা, অবিবেচনা এবং রাষ্ট্রের এক অংশের মানুষের প্রতি অন্য অংশের শাসকদের ঔপনিবেশিক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও শাসননীতি পাকিস্তানের পূর্বাংশের জাতিগত স্বকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সচেতন মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকারের জুলুম ও দুঃশাসনে ক্ষুব্ধ করে তোলে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই গণপরিষদে এর প্রকাশ ঘটে তৎকালীন পূর্ব-বাংলার তরুণ জনপ্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমানের সংসদীয় বক্তৃতায়। ১৯৫৫ সনেই তিনি পাকিস্তান গণপরিষদে বলেন :

ক. Donot play with fire....Give us autonomy with three powers in the centre. (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)

খ. I know this that the ruling clique-the ruling junta of Pakistan, is just like a knife while the people of East Pakistan are considered to be fish (ঐ)

গ. Zullum mat Karo bhai, ... otherwise a time is coming when you will realise the consequences of this wrong actions (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫)

ঘ. Bengal has a history, has a tradition of its own ..... (২৫ আগস্ট ১৯৫৫)

ঙ. We would like to be called ourselves as Bengali (২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫)

পূর্ব বাংলার বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনাই শুধু উপর্যুক্ত বক্তব্য সমূহে বিধৃত হয়নি, আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও এতে বীজাকারে সুপ্ত রয়েছে।

দুই

আবদুর রউফ চৌধুরীর বইটিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের আনুপূর্বক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তবে এর পটভূমি হিসেবে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তান আন্দোলনকেও তিনি তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি তাঁর বিষয় বিভাজনে স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে চিহ্নিত না করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দানের অংশভুক্ত করেছেন। ফলে তা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের বিষয় হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছদের সূচনায় 'দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান প্রস্তাব' শিরোণামে লেখক ১৯১৭ সালে স্টকহলমে নাম না জানা দুই ভারতীয় ছাত্রের ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব থেকে শুরু করে কবি ইকবাল, চৌধুরী রহমত আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, এ. কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের এতদসংক্রান্ত চিন্তা এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব ভাবনার নানা পর্যায়কে লেখক তাঁর বইয়ে তুলে এনেছেন।

এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মৌল রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বক্তব্যে (১১.৮.৪৭) গণপরিষদে দেয়া পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতি সংক্রান্ত চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের বিষয়টিও বইয়ে মুদ্রিত করে দেয়া হয়েছে। এবং তৎকালীন অর্থসচিব ও পরে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের এই অসামান্য বক্তব্যটিও আবদুর রউফ চৌধুরী উদ্ধৃত করতে ভোলেননি। গোলাম মোহাম্মদ একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন : 'আমি আপনাদিগকে সুনির্দিষ্টভাবে জানাইতেছি যে, পাকিস্তান ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ইহা ধার্মিক রাষ্ট্র নহে এবং নাগরিক হিসেবে আপনাদের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের কর্ণধার স্বয়ং কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র অনুরূপ অধিকার ও সুযোগ আছে।' (দৈনিক আজাদ, ৯ অক্টোবর থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪)। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের বহুজাতিক ফেডারেল রাষ্ট্র ও বহুত্ববাদী রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ না করে জিন্নাহ্ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার স্বৈরাচারী ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানে 'একজাতিতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। জিন্নাহ্র এই প্রস্তাবকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শেষের সূচনা (beginning of the end) হিসাবে আখ্যাত করা যায়।

তিন

আবদুর রউফ চৌধুরী তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছদের নামকরণ করেছেন *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও ভাষা-আন্দোলন*। লেখক বহুভাষার জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশটির রাষ্ট্রভাষা কী হবে তার ওপর রাজনৈতিক নেতাদের

নানা বক্তব্য বিবৃতি এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রের তাত্ত্বিকদের নানা তর্ক-তদন্ত বিধৃত বক্তব্য যেমন উপস্থাপন করেছেন তেমনি গোটাভারতের সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) কী হতে পারে তা নিয়ে যে এক সময়ে বিতর্ক চলছিল সে বিষয়টিকেও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করায় উপমহাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতার অব্যবহিত পথে পাকিস্তানের ভাষা বিতর্কের বেশ বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ সমকালীন বইপত্র এবং পত্রিকা, পুস্তকা লিফলেট, সরকারী দলিলপত্র ঘেঁটে তাঁর বইয়ে উপস্থাপন করেছেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সভাসমিতি সংগঠনের মতামত এবং ভূমিকাও বইয়ে বেশ বিশদভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা বিতর্কও এতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন সংক্রান্ত বই পুস্তকে পাওয়া যায় না এমন কিছু তথ্যও এ বইয়ে আছে।

ফলে বইয়ের এ অধ্যায়টি বংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা এবং ভাষা আন্দোলনের যে তথ্যপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে বাঙালির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ন্যয্যতা এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে জিন্নাহার কয়েকটি ইংরেজি বক্তৃতার পূর্ণ পাঠ অন্তর্ভুক্ত করায় তাঁর বক্তব্যের অসারতা এবং জবরদস্তিমূলকতা পরিস্ফূট হওয়ায় বইটির গুরুত্ব বেড়েছে। তাছাড়া ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা প্রবাহের আনুপূর্বক বিবরণ, শহীদদের পরিচিতি এবং ওই দিনের ঢাকা শহর ও গোটাদেশের যে-চিত্র বইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পাঠক তা পড়ে অভিভূত হবেন। লেখক ভাষা-আন্দোলনকে বাঙালির জাতিসত্তা রক্ষার আন্দোলন হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করায় তাঁর Discourse-এ centre হিসাবে ভাষা-আন্দোলনের ওপর বিশেষ আলো ফেললেও Perifery-র বিষয়সমূহ যে centre কে শক্তি জুগিয়েছে তাও বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৪৮ সালের সাহিত্য-সম্মেলন, নব প্রতিষ্ঠিত ছাত্র সংগঠনসমূহের কার্যক্রম, আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের প্রয়াস, আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রথম ম্যানিফেস্টার পূর্ণ বিবরণ এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দ বর্জন করে পূর্ব-বাংলার রাজধানীতে যে নব গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলদেশ আন্দোলনের সূচনা হয় তার তথ্যপূর্ণ ও টীকাভাষ্য যুক্ত দলিল বা তার অংশ যুক্ত করায় বইটি বাঙালির রাষ্ট্রভাষা তথা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। এছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরালভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং প্রতিবাদী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন গণ আন্দোলনকে এক ভিন্নতর স্তরে উন্নীত করে। ওইসব আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ যেমন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তেমনি সুচিন্তিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অর্জনসমূহ চিরকালীন মর্যাদা পেয়ে গেছে।

চার

১৯৫৪-র রাজনৈতিক আন্দোলনের গভীরতা, যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং ওই বছরের পূর্বে বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ১৯৪৮-৫২ ভাষা-আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতিসত্তার যে ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল তার একটি মৌলিক রাজনেতিক ভিত্তি অর্জিত হয়ে যায়। এই বিষয়টি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট যে-কারণে ভেঙে পড়ে তার ব্যাখ্যাও আছে আবদুর রউফ চৌধুরীর বইয়ে। তবে এই ভেঙ্গে পড়ার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন রণকৌশল যে গড়ে উঠে তারও কিছু ব্যাখ্যা আছে এ বইয়ে এবং আছে তাঁর সংগ্রামের নানা পর্যায়ের বিবরণও। একদিকে সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারী নীতি, অন্যদিকে মুজিবের স্বায়ত্ত্বশাসন থেকে স্বাধিকারের আন্দোলন, অন্যান্য রাজনৈতিক মহলের ভূমিকা এবং শেষ পর্যন্ত বহু নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে শেখ মুজিবের বিপুল জনসমর্থন ধন্য বীর নায়কে পরিণত হওয়া এবং তারই বীরত্বপূর্ণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এক চমৎকার দলিল হিসাবে বইটি সুধী পাঠককে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করবে। কারণ এ বই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এক তথ্যনির্ভর, অনুপুঙ্খ ও আকর্ষণীয় দলিল। আমরা বইটি বহুল প্রচার কামনা করি।

শামসুজ্জামান খান

মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি